যুগান্তর

তারিখ ‥ 20 NOV 2016 …
পৃষ্ঠা ‥ ৩ … কলাম ‥ ৮ …

চট্টগ্রামে দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ হাজার শিক্ষার্থী উৎকণ্ঠায়

এমএ কাউসার, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সারা দেশে ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিল করেছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ও ইস্ট ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ অবৈধ বা বাতিল ঘোষণা করায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চরম বিপাকে পড়েছে। বিশেষ করে হাজার হাজার শিক্ষার্থী যারা এ দুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদ লাভ করেছেন তারা রয়েছেন উৎকণ্ঠায়। এদিকে চট্টগ্রামের দুটিসহ ১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ অবৈধ— ইউজিসির এ সিদ্ধান্তকে অর্থহীন ও বিরক্তিকর বলছেন তালিকায় থাকা এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। এছাড়া হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর অবস্থায় ফেলায় ইউজিসির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার কথাও ভাবছেন তিনি। অন্য ১৬ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো চট্টগ্রামের আলোচ্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েও মেয়াদোত্তীর্ণ ও অনুমোদনহীনভাবে নিয়োজিত ভিসিদের স্বাক্ষরিত সব সনদ অবৈধ ঘোষণা করে ইউজিসি। এ কারণে সনদধারী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এ নিয়ে উৎকণ্ঠায় আছেন এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টরা। তবে সনদ অবৈধ ঘোষণায় ইউজিসির এখতিয়ার আছে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ।

সনদ বাতিলের ঘোষণা

ইউজিসি সূত্র জানায়, ২০১৪ সালে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ভিসির মেয়াদ শেষ হয়। এরপর নতুন করে আর কোনো ভিসি নিয়োগ হয়নি। অথচ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়াই ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ড. অনুপম সেন। নিয়ম অনুযায়ী ২০১৪ সালের পর এই ভিসির স্বাক্ষরে দেয়া মূল সনদগুলো অবৈধ। একইভাবে ইস্ট ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ভিসির মেয়াদ শেষ হয় ২০১৩ সালে। এরপর থেকে ভারপ্রাপ্ত ভিসি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করছেন বর্তমান ভিসি প্রফেসর মু. সিকান্দার খান। তাই ২০১৩ সালের পর বর্তমান ভিসির স্বাক্ষরে কোনো মূল সনদ দেয়া হলে সেগুলোও অবৈধ সনদ বলে বিবেচিত হবে ইউজিসির ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

চট্টগ্রামে দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। সনদ অবৈধ ঘোষণায় ইউজিসির কোনো এখতিয়ার নেই উল্লেখ করে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. অনুপম সেন যুগান্তরকে বলেন, ‘কোনো আইনে ইউজিসি এমন ঘোষণা দিতে পারে না। তাছাড়া আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত। ইউজিসির এ জাতীয় ঘোষণায় শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষতিগস্ত হয়েছে। এজন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে ইউজিসির এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মানহানী মামলা করা হবে।’ এ প্রসঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান যুগান্তরকে বলেন, ‘দেশের ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ অবৈধ ঘোষণা করা হলেও ওইসব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি। ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম অনুযায়ী বৈধ ভিসির অনুমোদন লাভের পর শিক্ষার্থীদের নতুন করে সনদ নিতে হবে।